দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-পা) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি করেছে। সংগঠন নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, অধ্যক্ষ জাতীয়তাবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য ছাত্রদলের আশ্রিত বহিরাগত সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন অপকর্মের সুযোগ পাচ্ছে।

শনিবার ছাত্রলীগ মেডিক্যাল কলেজ শাখা আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ তোলা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় এ সাংবাদিক সম্মেলন। এসময় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ জানান, ছাত্রদলের কর্মীরা বহিরাগতদের সহায়তায় শনিবার ছাত্রলীগ কর্মিদের ছাত্রাবাস থেকে বের করে দেয়। ভাংচুর করে ১৫টি কক্ষ। এক প্রশ্নের জবাবে সংগঠনের মেডিক্যাল শাখা জানায়, বর্তমানে প্রায় ২ শ' ৫০ জন ছাত্রলীগ কর্মী হলের বাইরে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জুলফিকার আলী লেনিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন এনামুল হক শামীম, ইসহাক আলী খান পান্না, মাহবুবুল হক শাকিল, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, অজয় কর খোকন, খিজির হায়াত লিজু, মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ খোকন প্রমুখ। লিখিত বক্তব্যে অধ্যক্ষের অপসারণ এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করা হয়।

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষের বক্তব্য

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এম এ শাকুর শনিবার কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত ছাত্রলীগের আবাসিক ছাত্রদের বহিষ্কার, বন্দুকযুদ্ধ, সংঘর্ষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদলিপিতে তিনি বলেন, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাস হতে ছাত্রলীগ কর্মীদের বের করে দেয়া হয়েছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা বস্তুনিষ্ঠ হয়। প্রকৃত ঘটনা পাশ কাটিয়ে কলেজ ও হোস্টেলের কর্তৃপক্ষের সাথে সংবাদের সত্যতা যাচাই না করে খবর প্রকাশের কারণে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা সবাই স্তম্ভিত ও মর্মাহত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, জনৈক তৃতীয় বর্ষ নতুন এমবিবিএস-এর ছাত্র বিগত ৪/৫ দিন পূর্বে ছাত্রাবাসের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরোধী আচরণ করলে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ছাত্রাবাসে বসবাসকারী ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উক্ত ছাত্রের কারণে সৃষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রাবাসে যাতে কোন রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি না হয় সৌজন্য উক্ত ছাত্রকে সাময়িকভাবে বাসায় অবস্থান করে কলেজে ক্লাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্তু উক্ত ছাত্র হঠাৎ করে ২৬ অক্টোবর রাতে ছাত্র সংগঠনের সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে হলে প্রবেশ করলে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোতোয়ালি থানায় যোগাযোগ করে কয়েকজন পুলিশের প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে অধ্যক্ষ ও ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়কের উপস্থিতিতে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে উভয় পক্ষের ছাত্রনেতৃবৃন্দ আপোসরফা করেন এবং উক্ত ছাত্রের বিষয়ে পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে কলেজের যাবতীয় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চালু রাখার বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। কিন্তু—২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ ছাত্রাবাস পরিদর্শনের সময় জানতে পারেন যে, কতিপয় ছাত্র স্বেচ্ছায় ছাত্রাবাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু তারা কেন ছাত্রাবাস ত্যাগ করেছে তা জানা যায়নি।

অধ্যক্ষ ওপরে বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশ করে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য আহ্বান জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।